শীত আর ঘন কুয়াশায় বিপাকে চুয়াডাঙ্গা জেলার খেটে খাওয়া মানুষেরা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সীমান্তবর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গা। ঘন কুয়াশা আর উত্তরের হিমেল হাওয়ায় শীতে কাঁপছে এ জেলার মানুষরা। সকালের সূর্যের দেখা মিলছে দুপুরে।

প্রচণ্ড শীত আর কুয়াশায় বিপাকে পড়েছে জেলার খেটে খাওয়া মানুষ। পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শীতজনিত রোগ। কোল্ড ডায়রিয়া, সর্দি-কাশি জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু, বয়োবৃদ্ধসহ সব বয়সী মানুষ। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ১০০ শতাংশ। সকাল ৬টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ১০০ শতাংশ।

গতকাল সোমবার ছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে আগামী কয়েকদিন। সেইসঙ্গে তাপমাত্রা আরো কমতে পারে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রশাসনের যৌথ মহড়া

চুয়াডাঙ্গা জেলায় আসন্ন জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন পুলিশ র্যাব বিজিবি আনসার বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবং যেকোনো ধরনের নাশকতামূলক কার্যক্রমকে

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান- পিপিএম-সেবা নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলামে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্)নাজিম উদ্দিন আল আজাদ-পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম জাবীদ হাসান, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ ডিবি, ট্রাফিক, দামুড়হুদা, দর্শনা ও জীবননগর থানা পুলিশের টিম অংশগ্রহণ করে।

চুয়াডাঙ্গা ৬বিজিবি লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ও মহেশপুর ৫৮ বিজিবি সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামানের নেতৃত্ব বিজিবি’র গাড়ীবহরের টিম অংশগ্রহণ করেন। র্যাব-১২ স্কোয়ার্ড কমান্ডার কিশোর রায়ের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম এবং ১৪ আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক কামরুল হাসানের নেতৃত্ব একটি টিম এই যৌথ মহড়াই অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

উৎসবমূখর পরিবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে ১৫ টি পদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১২ টি পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্যানেল নিরংকুশ বিজয়লাভ করেছে। একটি সম্পাদক পদসহ ৩টি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদ জয়লাভ করেছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে ভোট গণনা শেষে নির্বাচন পরিচালনা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাড. মো. শাহ আলম ফলাফল ঘোষনা করেন। এসময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দুই সদস্য অ্যাড. তসলিম উদ্দিন ফিরোজ ও অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল উপস্থিত

ছিলেন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে মহ. শামসুজ্জোহা ৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আব্দুল খালেক ৭১ ভোট ও সৈয়দ হেদায়েত হোসেন আসলাম ৩৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে তালিম হোসেন ৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ফজলে রাব্বী সাগর ৬৩ ভোট ও আহসান আলী ৬০ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের মনোনীত সভাপতি প্রার্থী মহ. শামসুজ্জোহা, সহ-সভাপতি পদে আকসিজুল ইসলাম রতন ও কাইজার হোসেন জোয়াদ্দার্র শিল্পী, সাধারণ সম্পাদক পদে তালিম হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক পদে নাসির উদ্দিন-২ ও ছরোয়ার হোসেন, কোষাদ্যক্ষ পদে রবিউল হক রবি, ক্রীড়া ও সাহিত্য সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান রানা এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নজরুল ইসলাম বকুল, মফিজুর রহমান মফিজ, আব্দুল জব্বার ও শরিফুল ইসলাম-১ নির্বাচিত হয়েছেন।

অপরদিকে, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদের মনোনীত প্রার্থী গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে মশিউর রহমান পারভেজ, কার্যনির্বাহী সদস্য পদে মাসুদুর রহমান ও সৈয়দ ফারুক উদ্দিন আহম্মেদ নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহন শেষে ভোট গণনা শুরু হয়। নির্বাচনে ২০৭ জন ভোটারের মধ্যে ১৯৬ জন ভোটার ভোট প্রদান করেন। নবনির্বাচিত কমিটি ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলার আয়োজনে কৃতি

শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

শিক্ষা ও সেবামূলক কাজে দেশ বিদেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রেষ্ঠ জেলার মর্যদা পাওয়ায় বন্ধু আনন্দ-সংযোগ এবং এসএসসি উত্তীর্ণ বন্ধু সন্তান কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধণা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা কো- অর্ডিনেটর বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদিরের সভাপতিত্বে ও শিক্ষক মহসিন আলীর সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত করেন হামিদুল ইসলাম সেন্টু।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় এডমিন প্যানেলের মডারেটর প্রভাষক লাবন্য মারু, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্যানেলের পক্ষ থেকে শামস গোলাম হোসেন আবীর, ডা.ওয়ালিউর রহমান নয়ন, হাবিবুল করিম চঞ্চল, সাংবাদিক বখতিয়ার হোসেন বকুল, হাসানুজ্জামান পলাশ, শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ, আজিম উদ্দিন, শিক্ষক মোজাম্মেল হক, শাহজাহান ঝন্টু, রাশেদুল ইসলাম, শাহ মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান, প্রভাষক ইসমাঈল হোসেন, শারমিন দিলারা লুনা, শাহীন পারভেজ, সব্যসাচী সাহা রাজু, আখতার হোসেন ও আব্দুল মজিদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ৮৮ ব্যাচের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রিফাত রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, জহুরুল ইসলাম, মহিদুল ইসলাম সুমন, লিপু, চঞ্চল, সজল, বিপ্লব, উজিরপুর গ্রামের একরামুল হক, সাজ্জাদ হোসেন, বনানী, রকিব, মোমিন, ইমরান হোসেন দুদু, হাকিমুল বাশার, আমীর খসরু, কামাল, ফারুক, মুজিবুর রহমান, শংকর কুমার দেসহ অন্যান্যরা।

কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য সম্মাননা ক্রেস্টসহ উপহার দেয়া হয় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, জায়নামাজ, বই, খাতা ও কলম। ১৯৮৮ ব্যাচের একজন ১৯৮৮ সালে অকৃতকার্য হলেও এবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে এসএসসি উত্তীর্ণ হয়েছে। তাকেও বন্ধুদের পক্ষ থেকে বরণ করে নেয়া হয় এবং সংবর্ধনা দেয়া হয়। এছাড়াও এক বন্ধুর মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তী হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার ৫ টি থানা থেকে প্রায় ৭০ জন এসএসসি ১৯৮৮ ব্যাচের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত

ছিলেন।

উল্লেখ্য, এসএসসি ৮৮ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান সারাবাংলা ৮৮ প্যানেল ৬৪ টি জেলাসহ ৬২ টি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা দুর্নীতি কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি কমিটির সদস্যদের সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনার (অনুসন্ধান) আছিয়া খাতুন। এ সময় তিনি বলেন, কেবল আইন করে দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না। দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে সারা দেশের জনগণসহ তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করার কার্যক্রম চলছে। এরপরও যারা নিয়ম-কানুন না মেনে দুর্নীতি-অনিয়ম করেছে, অবৈধভাবে অর্থসম্পদের মালিক হচ্ছে তাদের জন্য বার্তা হচ্ছে, দুর্নীতি দমন কমিশন তৎপর রয়েছে। যেকোনো বিষয় দল মত নির্বিশেষে কমিশন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে।

এ সময় তিনি সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনগণকে হাসিমুখে সেবা দিতে হবে। সেবা নিতে গিয়ে মানুষ যেন হয়রানির স্বীকার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে সততা স্টোর বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভাগীয় পরিচালক মনজুর মোর্শেদ, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন,চুয়াডাঙ্গা জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক

সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তবিবুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচিসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার শেষ্ট এস আই নির্বাচিত খান আব্দুর রহমান

ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ জেলার শ্রেষ্ট অফিসার নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এসআই খান আব্দুর রহমান। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুলাহ্ আল মামুন মাসিক কল্যান সভায় জেলার শেষ্ট অফিসার হিসাবে নির্বাচিত করেন তাকে।

এ মাসিক কল্যান সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামি গ্রেফতার, মামলা নিষ্পত্তি, সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার সহ সামগ্রিক মানদণ্ডে তাকে জেলার শ্রেষ্ঠ এসআই হিসেবে নির্বাচিত করে জেলা পুলিশ। ভালো কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসাবে সন্মাননা ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট ও প্রাইজবন্ড তুলে দেন তার হাতে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিছুজ্জামান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিআইও-১ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান। চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানার অফিসার ইনচার্জ গণ।
এ ব্যাপারে এসআই খান আব্দুর রহমান জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশের অভিভাবকের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ এসআই এর পুরস্কার গ্রহণ সত্যি আনন্দের। দর্শনা থানার (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা, ও পরিদর্শক (তদন্ত) এস এম আমানউল্লা আমান স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ তাদের দিক নির্দেশনা না পেলে এ অর্জন সম্ভব ছিল না। এজন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই যারা অসামান্য অবদানে সামান্য ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি জানান, পেশাগত পুরষ্কার প্রাপ্তির এ গৌরব শুধু তার নয়, এটি থানার প্রত্যেক পুলিশ সদস্যদের। এ পুরষ্কার প্রাপ্তি তার পেশাগত দক্ষতায় আরো উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে। এদিকে তার এ পেশাগত সাফল্যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় একইসঙ্গে ৪ থানার ওসিকে রদবদল ৭ টি পদে বদলী

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশের ৭ টি পদে বদলি ও পদায়নের মাধ্যমে রদবদল করা হয়েছে। জেলার ৫টি থানার মধ্যে ৪ টি থানা আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দর্শনা, দামুড়হুদা ও বিশেষ শাখার ওসিকে বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ৪ থানার ওসি ও বিশেষ শাখার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তা রদবদল হওয়ায় সকেলই আগে থেকে এই জেলায় কর্মরত আছেন।

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

অফিস আদেশে, চুয়াডাঙ্গা অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ আলমডাঙ্গা থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। জীবনগর থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা লাইন ওআর মো. নাসির উদ্দিন মৃধা। দামুড়হুদা থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদকে বদলি করে দর্শনা থানায় পাঠানো হয়েছে। জীবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেককে সদর সার্কেল অফিসে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামকে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ লুৎফুল কবীরকে জেলা বিশেষ শাখায় পাঠানো হয়েছে। সদর সার্কেল অফিস থেকে বিপ্লব কুমার সাহাকে সরিয়ে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক সদর কোর্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ১৩ মার্চ চুয়াডাঙ্গা অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব

কুমার নাথকে সদর কোর্টে বদিল আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, এটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ। বদলির সময়পূর্ণ হওয়ায় একইসঙ্গে জেলার ৫ থানায় এমন রদবদলের ঘটনা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা

চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকাল ৩টার সময় হোটেল সাহিদ প্যালেসে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি এখলাছ উদ্দীন সুজন। উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি রেজাউল হক জোয়ার্দার কোষাধ্যক্ষ নাসির আহাদ জোয়ার্দারসহ কমিটির নির্বাহী সদস্যগণ।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে সভা শুরু হয়। সভায় বাফুফের সভাপতি কাজী সালাহউদ্দিন প্রেরিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। নবনির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে বাফুফে সভাপতিকে ধন্যবাদ জানানো হয়। সেই সাথে বাফুফে সভাপতিকে ধন্যবাদ পত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি এখলাছ উদ্দীন সুজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সভায় সকল সদস্যগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ তুলে ধরেন। সকল সদস্য অতিদ্রুত জেলা ফুটবল লীগ শুরু করার তাগিদ দেন এবং কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

আলোচনা শেষে সভাপতি উপজেলা ভিত্তিক ফুটবল লীগ চালু করার জন্য প্রস্তুতি কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেন ও সমাজের খেলা প্রিয় আর্থিক সচ্ছল প্রতিষ্ঠান গুলোকে এগিয়ে আশার আহবান জানান।

পরিশেষে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন নবনির্বাচিত সভাপতি এখলাছ উদ্দীন সুজন।

চুয়াডাঙ্গা জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মাঝে ঘর ও জমি প্রদান অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ঘর ও জমি পেয়ে মানুষ যখন হাসে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটি সবথেকে বড় উৎসব। এর থেকে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের জন্য হতে পারে না। গতকাল বুধবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভবন থেকে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ঘর ও জমি প্রদান অনুষ্ঠানের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে তিনি ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলে। সেই সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একইসাথে তিনি প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দুই শতাংশ জমির কাগজ বুঝিয়ে দেন।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য নির্মিত উপকারভোগীরা ভিডিও কনফারেন্স মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হন। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মোঃ শহিদুল ইসলাম, এ সময় তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একসাথে এত মানুষকে গৃহ প্রদান করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক অদম্য সাহসী পদক্ষেপ। তার এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হয়েছে দেশের লাখ লাখ মানুষ।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ২৬ টি পরিবারের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক , চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গার সহকারী কমিশনার(ভূমি) মাজহারুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ উপকারভোগী পরিবারের লোকজন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক,পৃথক অভিযান পরিচালনা করে মাদক উদ্ধার সহ ৪ মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যাবসায়ীদের ভ্রাম্যমান আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল বুধবার সকাল হতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম ভুইয়া ও জেলা বিজ্ঞ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে পৃথক,পৃথক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ অভিযানে দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুইয়ার নের্তৃত্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন সাতগাড়ি নিজ দলীয় খেজুর বাগানে অভিযান চালিয়ে ২০ লিটার তাড়ি উদ্ধার সহ গ্রেপ্তার করা হয় সাতগাড়ি গ্রামের পুরাতন পাড়ার মৃত ভোলা বিশ্বাসের ছেলে রওশন আলী বিশ্বাসকে (৫৫)।

এসময় ঘটনাস্থলেই ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে তাড়ি সহ আটক ব্যাক্তিকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।